

যে সিনেমা আসছে



Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, পঞ্চদশ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, কার্তিক ৬, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর ২৪

যে সিনেমা আসছে



বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

নয়াদিল্লি: ভারত ও জার্মানির মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে বার্লিনে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। ২২ অক্টোবর জার্মানির অর্থনৈতিক বিষয় ও জ্বালানিমন্ত্রী ক্যাথারিনা রাইখের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি তিনি জার্মান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের (ডিজিএপি) ভারত কেন্দ্রের উদ্বোধন, ভারত-জার্মানি ব্যবসায়িক গোলটেবিল বৈঠক এবং বার্লিন গ্লোবাল ডায়ালগে অংশ নেন। ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দুই দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের বিষয়টি আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। জার্মানির অর্থনৈতিক বিষয় ও জ্বালানিমন্ত্রী ক্যাথারিনা রাইখের সঙ্গে বৈঠকে পীযুষ গোয়েল দুই দেশের শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রস্তাবিত ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কীভাবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে, তা নিয়েও দুই মন্ত্রীর মধ্যে মতবিনিময় হয়। একই দিনে দুই মন্ত্রী বার্লিনে ডিজিএপির *দ্বিতীয় পাতায়*



ছত্তিশগড়ে মা দশেশ্বরীর মন্দিরে অর্চনারত মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

ব্যাংকিংয়ে কোয়ান্টাম প্রযুক্তি সাইবার নিরাপত্তা ও আর্থিক বিশ্লেষণে নয়া অভিমুখের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি: ব্যাংকিং ক্ষেত্রে দেশীয় কোয়ান্টাম প্রযুক্তি এবং অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়তে যৌথ উদ্যোগ নিল সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং (সি-ড্যাক) ও ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর, দুই সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ, কার্যকারিতা যাচাই এবং দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন স্বশাসিত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সি-ড্যাক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, ব্লকচেইন, সাইবার নিরাপত্তা এবং দেশীয় প্রযুক্তি বিকাশে কাজ করে। অন্যদিকে, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাদের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, দেশজুড়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং বৃহৎ পরিসরে প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এই অংশীদারত্বে কাজে লাগাবে। এই সহযোগিতার অন্যতম লক্ষ্য হল আর্থিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের জন্য একটি কোয়ান্টাম প্রযুক্তিনির্ভর পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

কোয়ান্টাম প্রযুক্তির সম্ভাব্য সুবিধার পাশাপাশি এর ফলে তৈরি হতে পারে এমন নতুন নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতিও নেওয়া হবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে কোয়ান্টাম-অনুপ্রাণিত প্রযুক্তি এবং কোয়ান্টাম-নিরাপদ ব্যবস্থার ওপর। ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের অগ্রগতির ফলে প্রচলিত তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার সামনে যে ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, তা মোকাবিলায় উপযুক্ত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখবে দুই সংস্থা। চুক্তি অনুযায়ী, প্রথমে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করা হবে। এরপর নিরাপদ পরীক্ষামূলক পরিবেশে

প্রযুক্তির ধারণাগত কার্যকারিতা যাচাই বা প্রুফ অফ কনসেপ্ট সম্পন্ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা, সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা এবং প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে। পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আরও গবেষণা, পরীক্ষামূলক প্রকল্প অথবা প্রযুক্তি ব্যবহারের রূপরেখা তৈরি করা হবে। কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব এস কৃষ্ণন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ক্রমবর্ধমান সাইবার নিরাপত্তার উদ্বেগ এবং নতুন প্রযুক্তিগত হুমকির প্রেক্ষিতে কোয়ান্টাম-সহনশীল



আর্থিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। কোয়ান্টাম প্রযুক্তির সম্ভাবনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। সি-ড্যাকের মহাপরিচালক ই মাগেশের বক্তব্য, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে এই সহযোগিতা দেশীয় কোয়ান্টাম ও উদীয়মান প্রযুক্তির সক্ষমতাকে বাস্তব ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় প্রয়োগ করার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তি বিকাশ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ এবং ভবিষ্যতের উপযোগী আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সি-ড্যাক সহায়তা করবে বলে তিনি জানান। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কার্যনির্বাহী অধিকর্তা রাজীব মিশ্রও বলেন, সাইবার

নিরাপত্তা থেকে শুরু করে জটিল আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ—ব্যাঙ্কিংয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম প্রযুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তিগুলির কার্যকারিতা পরিকল্পিতভাবে যাচাই করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা গড়ে তোলা হবে। কোয়ান্টাম প্রযুক্তির বাইরেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন এবং আর্থিক পরিষেবায় প্রাসঙ্গিক অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে কাজ করবে দুই সংস্থা। সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে নথিপত্রের বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়াকরণ, গ্রাহক ও কর্মীদের সহায়তা, জালিয়াতি বিশ্লেষণ, ঋণ সংক্রান্ত মূল্যায়ন, আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ, নিরাপদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা, দায়িত্বশীল এআই, স্মার্ট কনট্রাক্ট, ডিজিটাল পরিচয় যাচাই এবং নিরাপদ তথ্য আদানপ্রদান। প্রযুক্তির প্রয়োগের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, কোয়ান্টাম নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ব্লকচেইন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি আয়োজন করা

হবে। সমঝোতাপত্রটি সি-ড্যাক মুম্বইয়ের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা আদিত্য কুমার সিনহা এবং ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সিজিএম তথা সিআইও সত্যেন্দ্র সিং বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, সি-ড্যাক ও ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শীর্ষ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশীয় গবেষণা ও উদীয়মান প্রযুক্তিকে বাস্তব ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় রূপান্তরের একটি কাঠামোবদ্ধ পথ তৈরি করতে চাইছে দুই সংস্থা। তবে প্রযুক্তিগুলির কার্যকারিতা যাচাই, পরীক্ষামূলক প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের পরেই ভবিষ্যতে সেগুলির বৃহত্তর ব্যবহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রকৃতির সঙ্গে ঐকতানের শিক্ষা নিতে হবে রাষ্ট্রপতি

জগদলপুর: ছত্তীসগড়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামুহিক বিশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক বস্তার দশেরা। প্রায় আড়াই মাস ধরে চলা এই উৎসবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার জগদলপুরে বস্তার দশেরা উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আদিবাসী সমাজের প্রকৃতি-অনুকূল জীবনধারা থেকে উন্নয়নের যাত্রায় মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে নকশাল হিংসা থেকে বেরিয়ে এসে ছত্তীসগড়ের দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি স্থানীয় আরাধ্য দেবী মা দশেশ্বরীর প্রতি প্রণাম জানান। এর আগে তিনি জগদলপুরের দশেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পূজো ও দর্শন করেন। বস্তার দশেরাকে ছত্তীসগড়ের সাংস্কৃতিক গৌরব এবং মানুষের সম্মিলিত বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই উৎসবে সমগ্র সমাজ যেভাবে অংশগ্রহণ করে, তা অসাধারণ। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সমাজের নানা শ্রেণির মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা ও পারস্পরিক সংযোগের বন্ধন গড়ে তোলে। বস্তারের স্থানীয় গণতান্ত্রিক পরম্পরার কথাও ভুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি। অনুষ্ঠানের আগে তিনি মুরিয়া দরবারে স্থানীয় মাঝি ও চালকিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের কাছ থেকে মুরিয়া দরবারের ঐতিহ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন। রাষ্ট্রপতির মতে, এই ধরনের ব্যবস্থা স্থানীয় স্তরে মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এ ধরনের প্রক্রিয়া মানুষের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে। আদিবাসী ঐতিহ্য সংরক্ষণে বস্তার পাণ্ডুরের মতো আয়োজনের গুরুত্বও উল্লেখ করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি জানান, প্রায় দু'মাস আগে রাষ্ট্রপতি ভবনে বস্তারের একটি প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ

হয়েছিল। সেই দলে বস্তার পাণ্ডুরের বিজয়ীদের পাশাপাশি বস্তারের পরগনা মাঝি ও চালকিরাও ছিলেন। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের সাংস্কৃতিক আয়োজন যুবসমাজকে নিজেদের ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ছত্তীসগড়ের নকশাল সমস্যার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যকে নকশালবাদের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত উদ্যোগে নকশাল হিংসার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অঞ্চলটি দ্রুত উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। আদিবাসী সমাজের জীবনযাত্রা ও সমস্যার সঙ্গে নিজের পরিচিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উপযুক্ত উৎসাহ ও সুযোগ পেলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী যুবক-যুবতীরাও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের গৌরব বাড়তে পারেন। তাঁদের সাফল্যের বহু উদাহরণ এখন গোটা দেশ দেখছে। বস্তার অঞ্চলের সঙ্গে রামায়ণের ঐতিহ্যগত যোগসূত্রের কথাও ভুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি। এই অঞ্চলকে দণ্ডকারণ্য হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের বিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্গত এই এলাকা। ভগবান রামের বনবাস, মহর্ষি অগস্ত্য-সহ বিভিন্ন ঋষির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, ঋষি ও সমাজকে বিপন্ন করা রাক্ষসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সীতাহরণ, জটায়ুর সঙ্গে রাবণের সংঘর্ষ এবং শবরীর সঙ্গে রামের সাক্ষাতের মতো নানা প্রসঙ্গ এই অঞ্চলের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, ছত্তীসগড়ের সামনে বর্তমানে অগ্রগতির একাধিক সুযোগ তৈরি হয়েছে। আদিবাসী উদ্যোগপতিদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া এবং তাঁদের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ সাম্প্রতিক সময়ে আরও জোরদার হয়েছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলি *দ্বিতীয় পাতায়*

সম্পাদকীয়

রাজনীতির একটি বড় অংশ ক্রমশ নীতির লড়াই থেকে দৃশ্যমানতার প্রতিযোগিতায় পরিণত হচ্ছে। কে কতটা সংবাদমাধ্যমের নজর কাড়লেন, কার বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে কত দ্রুত ছড়াল—রাজনৈতিক সাফল্যের মাপকাঠি যেন সেখানেই সীমাবদ্ধ। অথচ রাজনীতির আসল পরীক্ষা মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনা, প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং জনসমস্যার সমাধানে অগ্রগতি ঘটানো। রাজপথের রাজনীতি গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মিছিল, অবস্থান ও প্রতিবাদ বহুরার উপেক্ষিত মানুষের দাবিকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু যখন প্রতীকী কর্মসূচি, নাটকীয় স্লোগান কিংবা প্রতিপক্ষকে বিক্রপ করাই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে, তখন প্রতিবাদের শক্তি প্রদর্শনীতে পর্যবসিত হয়। ক্যামেরার সামনে উপস্থিতি থাকে, সংবাদে শিরোনাম তৈরি হয়, অথচ মূল দাবির অগ্রগতি অনিশ্চিত থেকে যায়।

এই গিমিকবাজির পিছনে রয়েছে দ্রুত প্রচার পাওয়ার তাগিদ। কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা কৃষির মতো জটিল সমস্যা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ, বিকল্প নীতি তৈরি এবং ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলা সমস্যাসাপেক্ষ। তার তুলনায় একটি নাটকীয় কর্মসূচি সহজেই জনদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু প্রচারের গতি আর সমস্যার সমাধানের গতি এক নয়। সামাজিক মাধ্যমে কোনও রাজনৈতিক বার্তার বিপুল বিস্তারও তার কার্যকারিতার প্রমাণ হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমেরও দায়িত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচির দৃশ্যমানতা তুলে ধরার পাশাপাশি তার ফলাফল যাচাই করা প্রয়োজন। আন্দোলনের দাবি কী, তার পক্ষে কী তথ্য রয়েছে, প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে এবং কর্মসূচির পরে কোনও পরিবর্তন এসেছে কি না—এই প্রশ্নগুলিই সংবাদমূল্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।

অবশ্য প্রতিটি প্রতীকী প্রতিবাদকে গিমিক বলে বাতিল করা যায় না। কোনও ছোট কর্মসূচিও বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। তার মূল্য নির্ভর করে পরবর্তী পদক্ষেপ, জনসম্পৃক্ততা এবং বাস্তব ফলাফলের উপর। যে প্রতিবাদ প্রশাসনকে জবাব দিতে বাধ্য করে কিংবা কোনও অধিকার সুরক্ষায় ভূমিকা নেয়, তার তাৎপর্য রয়েছে। বিপরীতে, সংবাদচক্র শেষ হওয়ার সঙ্গে যে কর্মসূচির অস্তিত্ব মুছে যায়, তার রাজনৈতিক স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা সহজ; তার চেয়ে কঠিন বিকল্প নীতি হাজির করা এবং নিজের দাবির পক্ষে প্রমাণ দেওয়া। বিরোধিতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ, কিন্তু বিরোধিতার বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয় ধারাবাহিকতা ও বাস্তব কর্মসূচির মাধ্যমে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাময়িকভাবে বিরত করা আর জনস্বার্থে কোনও পরিবর্তন আনা এক বিষয় নয়।

রাজনীতির প্রয়োজন দৃশ্যমানতা, কিন্তু দৃশ্যমানতাই রাজনীতি নয়। রাজপথের গুরুত্ব ভিড়ের আকারে সীমাবদ্ধ থাকে না; সেই ভিড় কোন দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার ফলে কী বদলেছে, সেটাই আসল প্রশ্ন। স্লোগানের সঙ্গে যুক্তি, প্রতিবাদের সঙ্গে কর্মসূচি এবং প্রচারের সঙ্গে জবাবদিহির সম্পর্ক না থাকলে রাজনীতি ক্ষণস্থায়ী প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। আলো নিভে গেলে তখন পড়ে থাকে অসমাপ্ত দাবি আর উত্তরহীন প্রশ্ন। কুশীলবরা তখন মঞ্চ ছেড়ে কোনওক্রমে পালাতে পারলেই যেন বেঁচে যান।

প্যারিসের উপকণ্ঠে এলোপাখাড়ি গুলি

প্যারিস: ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের উপকণ্ঠে এলোপাখাড়ি গুলিচালনার ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচ জন। আহতদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার সকালে ট্রাপ ও পার্শ্ববর্তী লা ভেরিয়ের এলাকায় একাধিক জায়গায় গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে ১২ বছরের এক কিশোরীও রয়েছে। সন্দেহভাজন বন্দুকবাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার পিছনে সন্ত্রাসবাদী উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ফ্রান্সের জাতীয় সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কোঁসুলির দফতর।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরী নুনেজ জানিয়েছেন, গুলিচালনার ঘটনাক্রম প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলে। ট্রাপের মেয়র আলি রাবেহের বক্তব্য, এক ব্যক্তি গাড়ি থেকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা হওয়া মানুষের দিকে গুলি চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ধূসর রঙের রেনো ক্লিও গাড়ি নিয়ে একাধিক এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তি গুলি চালায়। ট্রাপের একটি পেট্রল পাম্প, চিকিৎসাকেন্দ্র ও শিশুদের খেলার জায়গায় হামলার ঘটনা ঘটে বলে মেয়র জানিয়েছেন। পরে গাড়িটি পার্শ্ববর্তী লা ভেরিয়েরের দিকে চলে যায়।

এক পুলিশ ইউনিয়ন অধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী, সন্দেহভাজনকে লা ভেরিয়ের এলাকায় এন১০ প্রধান সড়কের কাছে আটক করা হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ধৃত ব্যক্তির বয়স ৩৯ বছর। তিনি আগে পুলিশের নজরে থাকলেও ফ্রান্সের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে গুরুতর নিরাপত্তা-ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন না। জাতীয় সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কোঁসুলির দফতর জানিয়েছে, তদন্তে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হত্যাকাণ্ডের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, সামরিক পর্যায়ের বা একাধিক গুলি চালাতে সক্ষম ‘ক্যাটেগরি এ’ অস্ত্র রাখা এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যড়যন্ত্রের অভিযোগও তদন্তের আওতায় রয়েছে। হামলার উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। ট্রাপের মেয়র আলি রাবেহের দাবি, ঘটনাটির মধ্যে বণবিদ্বেষী এবং সম্ভবত ইসলামবিদ্বেষী উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, নিহত ব্যক্তি আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূত এবং গুরুতর আহতদের মধ্যে এক জন উত্তর আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূত। তবে তদন্তকারী কোঁসুলির দফতর নিহত ও আহতদের পরিচয়ের ভিত্তিতে আগাম সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বিষয়ে সতর্ক করেছে। তদন্তে বর্ণ, জাতিগত পরিচয়, জাতীয়তা বা ধর্মের কারণে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহত ১২

বছরের কিশোরীর মা ফরাসি সম্প্রচারমাধ্যম আরটিএল-কে জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের শরীরে আটটি গুলির ক্ষত রয়েছে এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়েছে। মেয়েটি মাথায় স্ফার্য পরেছিল বলে তাঁকে লক্ষ্য করা হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, মেয়েটি ফ্রান্সেই জন্মেছে এবং সেখানেই তার জীবন গড়ে তোলার অধিকার রয়েছে। এই বক্তব্য তদন্তে সম্ভাব্য বিদ্রোহমূলক উদ্দেশ্যের বিষয়টিকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখার প্রসঙ্গ সামনে এনেছে। এদিকে, ফ্রান্সে শনিবার দেশজুড়ে সম্ভাব্য বিক্ষোভ ও অশান্তি মোকাবিলায় ৭০ হাজার পুলিশ মোতায়েনের কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নুনেজ। গত সপ্তাহান্তে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে হিসা ও লুটপাটের ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। পুলিশের নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি বিশেষ নিরাপত্তা দল, সশস্ত্র মোবাইল ইউনিট, ঘোড়সওয়ার পুলিশ, হেলিকপ্টার, ড্রোন এবং ড্রোন-বিরোধী ব্যবস্থা ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। কিছু স্পর্শকাতর এলাকায় জারি থাকা কার্ফুও বহাল থাকবে।

জীবনযাত্রার বয় বৃদ্ধি ও সরকারি পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষের জেরে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে হাত্র, শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিক্ষোভ হয়েছে। শনিবারের কর্মসূচি ঘিরে নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে প্যারিসের একাধিক বিক্ষোভের আবেদন খারিজ করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। একই সময়ে অর্লেন্স শহরে অতি-দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল র‍্যালি দলের বার্ষিক সম্মেলন এবং তার বিরোধিতায় পাল্টা বিক্ষোভের সম্ভাবনাও প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। প্যারিসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শনিবার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে প্যারিস সাঁ জারমঁ ও অলিম্পিক লিয়ঁর মধ্যে নির্ধারিত ফুটবল ম্যাচও রবিবারের পরিবর্তে সোমবার আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ট্রাপের গুলিচালনার তদন্ত চলার পাশাপাশি দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও সম্ভাব্য সংঘর্ষ ঠেকাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে ফরাসি প্রশাসন।

আহত ১২ বছরের কিশোরীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে প্রথম দিকে গভীর উদ্বেগ থাকলেও পরে তার অবস্থা স্থিতিশীল হয়েছে বলে লা ভেরিয়েরের মেয়র নিকোলা দ্য্যভিল জানিয়েছেন। কিশোরীটির শরীরে আটটি গুলির ক্ষত রয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনায় সম্ভাব্য বিদ্রোহমূলক উদ্দেশ্যের প্রকৃটি আরও গুরুত্ব পেয়েছে, যদিও তদন্তের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ্যে আসেনি।

সন্দীপন তালুকদার

প্রাচীন সংস্কৃতের ‘নারিকেলখণ্ড’ কিংবা ‘নারিকেল-মোদক’ লোকমুখের আলপথ পেরিয়ে প্রাকৃতের ঘরে এসে হয়ে উঠেছিল ‘নাছু’ হয়ে। সেখান থেকেই আমাদের আজকের এই সহজ-সরল ‘নাড়ু’। প্রাচীন বাঙালি ভালোবেসে যেকোনো গোল পাকানো মিষ্টিকেই নাড়ু নামে ডেকে এসেছে। কেবল খাবার হিসেবেই নয়, গোলগাল, নাদুস-নুদুস ও আদুরে চেহারার বর্ণনাতেও নাড়ু জড়িয়ে গেছে। তাই বাঙালি পরিবারে একটু তুলতুলে, মিষ্টি চেহারার ছোট্ট ছেলেদের ভালোবেসে ‘নাড়ু’ বা ‘নাড়ুগোপাল’ বলে ডাকার চল ছিল। দেবালয়ের ক্ষীর-নারকেলের মিষ্টি প্রিয় গোপাল ঠাকুর থেকে গৃহস্থের ঘরের সেই আদুরে শিশু—সবখানেই নাড়ুর এই গোল রূপটি ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

তবে বাংলা প্রবাদে মোয়াও নিজের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছে। অতি সহজ লভ্য এক আনন্দময় বস্তুর রূপক হিসেবে ‘ছেলের হাতের মোয়া’—প্রবাদটিও বহুল ব্যবহৃত। মধ্যযুগের সাহিত্যের পাতা উল্টালেও তা এই চেনা সুবাসটাই ভেসে আসে! মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ হোক কিংবা বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’—সেই প্রাচীন পণ্ডক্তিতে বারবার উঁকি দিয়েছে গুড়, তিল আর চালের মোয়ার বিবরণ। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পুরানো পুথি থেকে শুরু করে মনসামঙ্গলের পাতা—সবখানেই বাঙালির দেব-দেবী আর গৃহস্থের থালা আলো করে বসেছিল এই গোলাকার মিষ্টান্ন। এমনকি বিজয়া আর কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর আবহে নাড়ুর উপস্থিতি কেবল পূজো-আচার গণ্ডিতে আটকে থাকেনি, ঢুকে পড়েছে বাঙালির লোকাযত মননে। প্রদীপের আলোয় লক্ষ্মী পাঁচালীর সুর যখন ঘরে ঘরে গুঞ্জনিত হয়, তখন আজও কানে বাজে সেই পরিচিত পাঁচালীর ছন্দ — “তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু আর চিঁড়ার মোয়া/ ভক্তিতে যে অর্পণ করে, প্রসন্ন হন মা ধনদাইয়া।।” কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর

বিনিয়োগ

প্রথম পাতার বাকি অংশ

ভারত কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ভারত-জার্মানি সম্পর্ক নিয়ে নীতিগত গবেষণা ও আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। ডিজিএপি এবং জার্মান ব্যবসার এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত ভারত-জার্মানি ব্যবসায়িক গোলাটেবিল বৈঠকে দুই দেশের শিল্প ও বাণিজ্য জগতের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকে পীযুষ গোয়েল দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং বাণিজ্যের নতুন পরিসর তৈরির ওপর বক্তব্য রাখেন। অন্যদিকে, ক্যাথারিনা রাইখ ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে বাস্তব শিল্প সহযোগিতায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। চুক্তির সম্ভাব্য সুফলকে বাস্তব বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগের সুযোগে পরিণত করার উপায় নিয়ে পরবর্তী আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বার্লিন গ্লোবাল ডায়ালগের ‘নিউ এরা, নিউ অ্যালায়েন্সেস: দ্য থার্ড পাথ?’ শীর্ষক আলোচনাচক্রও অংশ নেন পীযুষ গোয়েল। সেখানে জার্মান চ্যান্সেলরের বিনিয়োগ-বিষয়ক ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মার্টিন র্রেসিং, সিঙ্গাপুরের জনশক্তি এবং জ্বালানি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিষয়ক মন্ত্রী তান সি লেং এবং মার্সেগালিয়া স্টিলের চেয়ারম্যান ও সিইও এমা মার্সেগালিয়া উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক লার্স-হেনড্রিক রোলার। আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থা, দুই দেশের অর্থনীতির পরিপূরক শক্তি এবং স্থিতিশীল সরবরাহ-শৃঙ্খলের গুরুত্ব তুলে ধরেন পীযুষ গোয়েল। বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উৎপাদন, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি সরবরাহ-শৃঙ্খলকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তাও আলোচনায় উঠে আসে। জার্মান শিল্পসংস্থাগুলির সঙ্গে পৃথক বৈঠকও করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বায়ার এজীর পরিচালন পর্যদের সদস্য ও ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগের সভাপতি স্টেফান ওলরিখ, নফ গ্রুপের ম্যানেজিং পার্টনার মুরাত আকইলদিজ এবং ফ্রেজেনিয়াস এসই অ্যান্ড কোম্পানি কেজিএএর সিইও মাইকেল সেনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখাই ছিল এই বৈঠকগুলির উদ্দেশ্য।

প্রদোষকালে নৈবেদ্যের থালায় নারকেল, তিল আর গুড়ের নাড়ু না থাকা মানে যেন মায়ের অর্ঘ্যে কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাওয়া! আর তিল? সে তো বাঙালির পূজো ও পার্বণের চিরকালের সঙ্গী। নবদ্বীপের স্মার্ত রঘুনন্দনের সেই পুরোনো স্মৃতিকথা ‘তিথিতত্ত্ব’ও যেন মনে করিয়ে দেয়— “তিলাঃ পাপহরা নিত্যং তিলাঃ তর্পণকারকাঃ।” পূজো থেকে শুরু করে পিতৃপুরুষের তর্পণ, তিল ছাড়া তো সমস্ত ধর্মীয় কাজই অসম্পূর্ণ। তবে এর পেছনে লুকিয়ে আছে এক আশ্চর্য স্বাস্থ্যভাবনাও। আশ্বিন-কার্তিকের এই ঋতুসন্ধিক্ষণে আবহাওয়া যখন বদলায়, তখন তিল, নারকেল আর দেশি গুড় শরীরকে ভেতর থেকে চাঙা করে তোলে। গুড়ের আয়রন আর নারকেলের সুষম ফ্যাট যেন আসন্ন শীতের হাত থেকে শরীরকে বাঁচানোর এক প্রাকৃতিক বর্ম। এই নাড়ু-মোয়ার উৎপত্তির শিকড় খুঁজতে গেলে অবশ্য পাল্লা ভারী হয় ওপার বাংলার দিকেই। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শীতকালে তিন-ফসলি জমিতে ছাড়া ধান চাষ খুব একটা হতো না; এই সময়টা ছিল বিভিন্ন রকমের ডাল আর মূলত শাকসবজি আবাদের। ফলে আশ্বিনের শুরুতে মাঠ থেকে যে নতুন ধান ঘরে উঠত, তার মুড়ি, খই আর চিঁড়াকে সারা বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই সেদিনের অন্তঃপুরের রন্ধন শিল্পীদের হাতে জন্ম নিয়েছিল এক গৃহস্থালির ম্যাজিক। খোলা হাওয়া পেলেই মুড়ি, খই তো নিমেষে নরম হয়ে যায়! কিন্তু সেদিনের গৃহ লক্ষ্মীরা বুঝেছিলেন গুড়ের কড়া ‘শিরার’ পাকের অসীম ক্ষমতা। ফুটন্ত গুড়ে মুড়ি বা চিঁড়া পাকিয়ে শক্ত মোয়া বা নাড়ু বানিয়ে বয়ামে আটকে রাখলেই কেব্লাফতে—তা ভালো থাকত মাসের পর মাস। আজকের বলমলে ‘প্রেসেড টিমড ফুড’-এর যুগে ভাবলে অবাক লাগে, এই ব্যবস্থার এক অপরিশোধিত রূপ বহুকাল আগে থেকেই বাঙালির একান্ত নিজস্ব খাদ্য সঞ্চয় ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার অংশ ছিল। পূর্ববঙ্গের দেশ-ভিটেয় জন্ম নেওয়া মা-ঠাকুরমাদের হাতে পূর্ণতা পাওয়া

সেই গেরস্থালীর বিদ্যাই কালক্রমে দেশ ভাগের স্রোতে এ পারের পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠীর বিজয়ার অভ্যর্থনার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। এমনকি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও নাড়ুর জাতীয়তাবাদী এক অনন্য অধ্যায় লুকিয়ে রয়েছে। পরাধীন ভারতের সশস্ত্র দলের গোপন বিপ্লবী আড্ডায়, হাতে তৈরি করা ছোট ছোট দেশীয় বোমা কিংবা পটাশিয়াম ক্লোরেটের গোলকগুলোকে ব্রিটিশ পুলিশের নজর এড়াতে সাংকেতিক ভাষায় ‘নাড়ু’ বা ‘মোদক’ বলে ডাকার মিথ সুপ্রচলিত! গোপন বার্তায় ‘নাড়ু পাঠানো হচ্ছে’ মানেই ছিল ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের অস্ত্র বা গোলাবারুদের আদান-প্রদান। শুধু তা-ই নয়, স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বিলেতি চিনি ও মিষ্টির রমরমা বয়কট করে দেশের গুড়, মুড়ি, তিল আর নারকেল দিয়ে তৈরি নাড়ু-মোয়া হয়ে উঠেছিল উচ্চবিত্ত বাঙালির আত্মনির্ভরতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার হাতিয়ার। তবে আজকের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দেওয়াল জুড়ে প্রয়াসই আলোড়িত হয় —‘নাড়ু’ বনাম ‘লাড্ডু’র দ্বৈরথ! অনেকের মতে এরা বুঝি দুই বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি। কিন্তু একটু খাতিয়ে দেখলে বোঝা যায় এরা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; এদের উৎপত্তির ধারা প্রবাহিত হয়েছে একই গতিপথে! পুরোটাই আসলে প্রকৃতির জোগানের আর জনগণের চাহিদার খেলা। আমাদের নদীমাতৃক বাংলা জুড়ে ধান, নারকেল আর আখের গুড়ের কোনো অভাব ছিল না। তাই চালের উপজাত আর কোড়ানো নারকেল গুড়ে পাকিয়ে বাঙালি বানাল নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু আর মুড়ি, খই বা চিঁড়ার মোয়া। অন্যদিকে রাজস্থান, হরিয়ানা বা উত্তর প্রদেশের শুষ্ক অঞ্চলে গমের পাশাপাশি প্রধান ফলন ছিল ডালের। ডাল পেশাই করে তৈরি হলো বেসন, আর গবাদি পশুর প্রাচুর্য এনে দিল খাঁটি দেশি ঘি। সেই বেসন ঘিয়ে ভেজে চিনির রসে ডুবিয়ে তারা বানাল ‘লাড্ডু’। প্রকৃতি যা দিয়েছে, মানুষ তা দিয়েই মিষ্টি বানিয়ে উৎসবে বিলিয়ে দিয়েছে। *(চলবে)*

রাষ্ট্রপতি

প্রথম পাতার বাকি অংশ

কার্যকর হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, আদিবাসী সমাজ প্রকৃতিকে জীবনদায়িনী হিসেবে পূজা করে। উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার সময় প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের এই জীবনধারা থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতির সংরক্ষণ ও পরিচর্যা ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা না কড়া গেলে, আগামীদিনে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে জীবজগতের ওপরেই। বস্তার দশেরার দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি উৎসবের সঙ্গে যুক্ত মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং ছত্তীসগড়ের সার্বিক উন্নয়ন কামনা করেন। অনুষ্ঠানের আগে তিনি জগদলপুরে আয়োজিত রঙ্গালি ও দশেরা প্রদর্শনীও পরিদর্শন করেন।



প্রশিক্ষণ

নয়াদিন্লি: আধুনিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের সিভিল ডিফেন্স ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হল কেন্দ্র। প্রথম পর্যায়ে ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৬০০ জন সিভিল ডিফেন্স মাস্টার ট্রেনারকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেক মাস্টার ট্রেনার পরবর্তী সময়ে নিজের রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১০০ জন করে সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেবেন। এই পদ্ধতিতে মোট ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফায়ার সার্ভিসেস, সিভিল ডিফেন্স অ্যান্ড হোম গার্ডস ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে সেনাবাহিনীর কার্যকরী অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোই উদ্দেশ্য।

